

## ৭-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ আছে যেখানে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ড-ন ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে। তৎসম শব্দে ব্যবহৃত দন্ড-ন এবং মূর্ধন্য-ণ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ণ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ৭ত্ব বিধান।

★ তৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দন্ড 'ন' পরিবর্তে মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহৃত হয়।

১। ঋ, র, ষ, ক্ষ এর পরে দন্ড-ন থাকলে তা মূর্ধন্য 'ণ' হয়

ক) ঋ এর সংক্ষিপ্ত রূপ ঋ-কার ( , )

খ) র এর সংক্ষিপ্ত রূপ রেফ ও 'র'ফলা ( , )

গ) ষ নিজের আসল রূপ ধরেই শব্দে ব্যবহৃত হয়

ঘ) ক্ষ একটি যুক্ত ব্যঞ্জন যার মধ্যে ক ও ষ বিদ্যমান। আর মূর্ধন্য 'ষ' এর পরে তো মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

ঋ, নিয়মানুসারে হয়েছে - ঋণ, ঘৃণা, তৃণ, মৃণাল।

র, নিয়মানুসারে হয়েছে - কর্ণ, জীর্ণ, চূর্ণ, স্বর্ণ।

ষ, নিয়মানুসারে হয়েছে - ভৃষণ, শোষণ, দৃষণ, ভীষণ।

ক্ষ, নিয়মানুসারে হয়েছে - ক্ষণ, ক্ষুণ্ণ, ক্ষীণ, ক্ষণিক।

২। ট -বর্গীয় ধ্বনির (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) আগে দন্ড 'ন' ব্যবহৃত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে সব সময় দন্ড 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন - কাঁ , গাঁ , প্রচাঁ , বস্তিত, অকুষ্ঠিত, ভুলুষ্ঠিত, ঘটা, উৎকণ্ঠা।

৩। প্র, পরা, পরি, নির - এ চারটি উপসর্গের পর দন্ড-ন মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন- প্রণয়, প্রণত, প্রণীত, প্রবণ, প্রবীণ, পরিণত, পরিণতি, নির্ণয়, নির্বাণ। আবার অপর, পরা, পূর্ব এই কয়টি পূর্বপদের পর অহ যুক্ত হলে দন্ড ন এর জায়গায় মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন- পূর্ব + অহ = পূর্বাহ, অপর + অহ = অপরাহ, পরা + অহ = পরাহ ইত্যাদি।

৪। ঋ, র, ষ এর পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং (য ব হ ঙ) বর্ণ গুলোর এক বা একাধিক বর্ণ থাকলে তার পরের দন্ড 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন- গ্রামীণ, কৃপণ, অর্পণ, চর্বণ, গ্রহণ , রামায়ণ, ব্রাহ্মণ।

কিন্তু কিছু তৎসম শব্দে দন্ড-ন অবিকল থাকে। যেমন- দুর্নীতি, পরান্ন, ছাত্রী নিবাস, পুষন, বর্ষায়ান, গরীয়ান, ত্রিনেত্র।

৫। বিদেশী শব্দে ৭-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়। যেমন- ইরান, কোরআন, ট্রেন, জার্মান, গ্রিন, ওয়েস্টার্ন, লন্ডন।

৬। বিদেশী শব্দে ট বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ড 'ন' হয়। যেমন- সিমেন্ট, পেপসোডেন্ট, প্রিন্ট, এ্যান্টিসিডেন্ট, মুভমেন্ট, ডোকুমেন্ট।

৭। সমাসবদ্ধ শব্দে দ্বিতীয় পদের 'ন' অপরিবর্তিত থাকে যেমন- সর্বনাম, রঘুনন্দন, বরানুগমন, দুর্নাম, দুর্নীতি, দুর্নিমিতি।

৮। সমাস সত্ত্বে ও কতকগুলি পদের 'ন' - 'ণ' হয়। যথা- অগ্রণী, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, পূর্বাঙ্ক, অগ্রহায়ণ।

৯। বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে মূর্ধন্য- ণ হয় না যেমন, সরেন, মরেন, মারেন, ধরেন, করেন।

১০। উত্তর, পর, পার, রবীন্দ্র, চন্দ্র, নার এর পর অয়ন বা আয়ন থাকলে 'ণ' বসবে।

উত্তর + আয়ন- উত্তরায়ণ পর + আয়ন- পরায়ণ

পার + আয়ন- পারায়ণ রবীন্দ্র + আয়ন- রবীন্দ্রায়ণ

চন্দ্র + অয়ন- চান্দ্রায়ণ নার + আয়ন- নারায়ণ

১০। কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন -

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।

কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণি গণিকা।

আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ

চিক্ণ নিক্ণ তৃণ কফোণি বণিক গুণ

গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

১১। যেখানে স্বভাবতই 'ণ' বসে তা নিয়ে অন্য একটি ছড়া-

'কণা নিক্ণ ফণা চিক্ণ কণিকা গণিকা কাণ

উৎকৃণ কণ মণি কঙ্কণ বাণ শাণ কল্যাণ

পিণাক কফোণি লাবণ্য ফণী বণিক নিপুণ পাণি

চাণক্য পণ মাণিক্য গণ বীণ বেণু বেণী বাণী

গুণ তৃণ ঘৃণ অণু মৎকৃণ বাণিজ্য কিণ কোণ

পুণ্য গৌণ লবণ পণ্য ভণিতা শোণিত শোণ

স্থাণু শণ ভাণ আপণ বিপণি এণ - এই পঞ্চাশ

নিত্য সিদ্ধ ণ-কার এদের বিধির বাহিরে বাস।

## ষ-ত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ এর ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী তৎসম শব্দের বানানে দন্ড স কে মূর্ধন্য 'ষ' তে রূপান্তরিত করার নাম ষ-ত্ব বিধান। মুমূর্ষু, অভিষেক, সুষম, বিষণ্ণ।

১। অ, আ ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণের (ই ি, ঈ ি, উ ি, ঊ ি, এ ি, ঐ ি, ও ি, ঔ ি) পরে এবং ক ও র এর পরে বহু ক্ষেত্রে ষ হয়ে থাকে। যেমন-

ই = ইষণ, ইষু, পরিষ্কার, আবিষ্কার।

ঈ = ঈষণ, চিকীর্ষা, ভীষণ, ঈষণ।

উ = উষণ, সুষ্টি, রুষ্টি, সুষম, তুষার।

ঊ = ঊষণ, ভৃষণ, পৃষণ, দৃষণ, উষর।

এ = শেষ, দ্বেষ, রেষারেষি, মেষ।

ঐ = বৈষণ, ঐষিক, হিতৈষী।

ও = ওষুধ, তোষণ, পোষণ, শোষণ।

ঔ = ঔষধ, ঔষধি, পৌষ।

২। 'ঋ' ও 'র' এর পরে মূর্ধন্য 'ষ' হবে। বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, বর্ষ, বর্ষা, বর্ষণ, ধর্ষণ, কৃষক, তৃষ্ণা, হর্ষ, মুমূর্ষু, আকর্ষণ ইত্যাদি।

৩। যুক্তাক্ষরে যদি দন্ড-'স' এর পরে ট/ঠ থাকে তবে দন্ড-'স' এর স্থলে মূর্ধন্য 'ষ' হবে। যেমন = দুষ্টি, কষ্ট, ইষ্ট, তুষ্টি, বিশিষ্ট, অনিষ্ট, রাষ্ট্র, উপবিষ্ট, আবার ঠ = জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ওষ্ঠা, বলিষ্ঠ, কণিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, পৃষ্ঠ ইত্যাদি।

৪। বাংলা ভাষায় দেশী-বিদেশী মোট পঞ্চাশটির ও বেশি উপসর্গ আছে। এসব উপসর্গের মধ্যে ই-কারান্ড এবং উ-কারান্ড উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হবে। যেমন- অভি+সেক > অভিষেক, সু+সৃষ্ট > সুসৃষ্ট, প্রতি+সেধক > প্রতিষেধক, বি+সম > বিষম, সু+সম > সুষম ইত্যাদি।

৫। 'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য 'ষ' না হয়ে দন্ড 'স' হবে। যেমন- অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

৬। বিদেশী ও অন্যান্য অতৎসম শব্দের বানানে ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়।

যেমন- স্টোর, স্টার, ডাস্টার, পোস্টার, মিস্টার, স্টিকার, ব্যারিস্টার, ট্রিস্টার, পোস্টমাস্টার, সিস্টার, স্টেশন, স্ট্যান্ট, মাস্টার, ফটোস্ট্যাট, রেস্টুরেন্ট, ইস্টার্ন ইত্যাদি।

৭। বাংলা ক্রিয়ায় ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য নয়- যাস, খাস, হাস, করিস ইত্যাদি।

৮। কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যথা- আষাঢ়, পাষণ, ভাষা, আভাষ, অভিলাষ, পাষাণ, ভাষ্য, ভাষণ, ষাণ্ম, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

## গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন

- ০১। শুদ্ধ বানানগুচ্ছ কোনটি?  
ক) শারীরিক, সমীচীন নিরীক্ষণ  
খ) স্টিমার, প্রতিযোগী, ব্যুৎপত্তি  
গ) ঘন্টা, ভৌগলিক, আকাঙ্ক্ষা  
ঘ) পরিভ্রাণ, ভূম্যধিকারী, পোস্ট অফিস
- ০২। কোন বানানটি সঠিক?  
ক) নিরিক্ষণ      খ) নীরিক্ষণ      গ) নীরিক্ষণ  
ঘ) নিরীক্ষণ
- ০৩। কোনটি সঠিক বানান?  
ক) নিশিথিনী      খ) প্রাশিথিনী      গ) নিশীথিনী  
ঘ) নিশিথিনি
- ০৪। শুদ্ধ বানান কোনটি?  
ক) প্রসংশা      খ) আষাড়      গ) ব্যঘাত  
ঘ) গণনা
- ০৫। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) কনীনিকা      খ) কনিনীকা      গ) কনিনিকা  
ঘ) কর্নিনিকা
- ০৬। কোনটি শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ?  
ক) পৌরহিত্য, নিঘূণ, জেষ্ঠ্য  
খ) ঝঞ্ঝা, নিরীহ, দ্ব্যর্থ  
গ) দুর্বিষহ, সম্মন্ধ, জিগীসা      ঘ) জ্যেষ্ঠ, সান্দ্ভা, দৌরভ
- ০৭। কোনটি শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ?  
ক) সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি  
খ) সমীচিন, হরিতকী, বাল্মিকী  
গ) সমিচীন, হরিতকী, বাল্মীকি  
ঘ) সমিচিন, হরিতকি, বাল্মিকি
- ০৮। কোনটি শুদ্ধ শব্দ?  
ক) স্বশুর      খ) স্বসুর  
গ) শশুর      ঘ) শ্বশুর
- ০৯। অশুদ্ধ বানান কোনটি?  
ক) নিষ্প্রভ      খ) নিষ্পত্র      গ) নিষ্পাপ      ঘ) নিষ্পন্দ
- ১০। ভুল বানান কোনটি?  
ক) প্রজ্বলন      খ) পজ্বল  
গ) নৈঋত      ঘ) মোহ্যমান
- ১১। ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য?  
ক) বিদেশী      খ) দেশী      গ) তৎসম      ঘ) তদ্ভব
- ১২। ষ-ত্ব বিধি হল-  
ক) বাক্য গঠন রীতি      খ) পদক্রম  
গ) ষ এর ব্যবহার বিধি      ঘ) শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয়

## গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

- ০১। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) কনীনিকা      খ) কনিনীকা      গ) কনিনিকা  
ঘ) কর্নিনিকা      ঙ) কনীনীকা

- ০২। কোন বানানটি অশুদ্ধ?  
ক) নৈপুণ্য      খ) মাণিক্য      গ) চানক্য  
ঘ) লাবণ্য      ঙ) বেণু
- ০৩। কোন বানানটি অশুদ্ধ?  
ক) ব্যায়াম      খ) গবেষণা      গ) মুহূর্ত  
ঘ) পানিনি      ঙ) মুমূর্ষু
- ০৪। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) সমীচীন      খ) সমিচীন      গ) সমীচিন  
ঘ) সমিচিন      ঙ) শমীচীন
- ০৫। কোন বানানটি অশুদ্ধ?  
ক) মুঢ়তা      খ) শৌখিন      গ) উত্তমার্ঘ  
ঘ) আচম্বিত      ঙ) আকাঙ্ক্ষা
- ০৬। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) প্রয়োজনীয়তা      খ) উপকারীতা  
গ) শ্রদ্ধাঞ্জলী      ঘ) সম্বর্ধনা      ঙ) গননা
- ০৭। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) সম্বর্ধনা      খ) শ্রদ্ধাঞ্জলী  
গ) প্রতিযোগীতা      ঘ) আকাঙ্ক্ষা      ঙ) পুরস্কার
- ০৮। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) আশীষ      খ) সম্বর্ধনা      গ) পুষ্পাঞ্জলী  
ঘ) সম্মান
- ০৯। কোন বানানটি সঠিক?  
ক) ব্যকরন      খ) ব্যকরন      গ) ব্যাকারণ  
ঘ) ব্যাকরণ      ঙ) ব্যাকারন
- ১০। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) স্বাসত      খ) শাস্বত      গ) স্বাশত  
ঘ) স্বাশত      ঙ) সাস্বত
- ১১। কোন বানানটি অশুদ্ধ?  
ক) নিষ্প্রভ      খ) নিষ্পত্র      গ) নিষ্পাপ  
ঘ) নিষ্পল
- ১২। নির্ভুল শব্দগুচ্ছ-  
ক) পৌরহিত্য, নিঘূণ জেষ্ঠ্য      খ) ঝঞ্ঝা, নিরীহ, দ্ব্যর্থ  
গ) দুর্বিষহ, সম্মন্ধ, জিগীসা      ঘ) জ্যেষ্ঠ, সান্দ্ভা, দৌরাত্ম্য  
ঙ) মুহূর্ত, মুমূর্ষু, মুহূর্ত
- ১৩। ভুল বানান-  
ক) প্রজ্বলন      খ) পজ্বল      গ) নৈঋত  
ঘ) মোহ্যমান      ঙ) বিদ্বান
- ১৪। কোনটি শুদ্ধ শব্দগুচ্ছ?  
ক) সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি  
খ) সমীচিন, হরিতকী, বাল্মীকি  
গ) সমিচীন, হরীতকী, বাল্মিকী  
ঘ) সমিচিন, হরিতকি, বাল্মিকি  
ঙ) প্রানীবিদ্যা, প্রানী, প্রান
- ১৫। কোন বানানটি অশুদ্ধ?  
ক) কৃত্তিত্ব      খ) দায়িত্ব      গ) সখিত্ব  
ঘ) সত্বিত্ব      ঙ) শ্রদ্ধাঞ্জলি
- ১৬। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) বিস্মৃড়      খ) বিস্মৃত      গ) বিশস্মড়  
ঘ) বিস্মড়      ঙ) বিস্মড়
- ১৭। কোন বানানটি শুদ্ধ?  
ক) ইতিমধ্যে      খ) ইতঃমধ্যে

গ) ইতোমধ্যে ঘ) ইতোপূর্বে ঙ) ইতিমধ্যে

১৮। কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক) গড্ডালিকা খ) গড্ডলিকা  
গ) গড্ডালীকা ঘ) গড্ডলীকা  
ঙ) গাড্ডালীকা

১৯। কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক) অনুসুয়া খ) অনসুয়া  
গ) অনসোয়া ঘ) অনুসুয়া ঙ) অনসুয়া

২০। কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক) গাড্ডালীকা খ) ভুকুটি গ) ব্রুকটি  
ঘ) ব্রুকুটি

### উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	ক	৫	ক
৬	ক	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	খ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	গ
১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ঘ

## সন্ধি

**সন্ধিঃ** সন্নিহিত দুটো ধ্বনি মিলনের নাম সন্ধি। যেমন - আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়।

### সন্ধির উদ্দেশ্যঃ

(ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা  
(খ) ধ্বনিগত মাদুর্য সম্পাদন।

সন্ধি ২ প্রকার : ১. বাংলা সন্ধি, ২. সংস্কৃত সন্ধি

I. বাংলা সন্ধি ২ প্রকার : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি

II. সংস্কৃত সন্ধি ৩ প্রকার : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জন সন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি

### স্বরসন্ধি

(সংস্কৃত সন্ধির আলোচনা)।

**স্বরসন্ধিঃ** স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন- নর + অধম = নরাধম, হিম + আলয় = হিমালয়, যথা + অর্থ = যথার্থ, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন- শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা, যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, পরম + ঈশ = পরমেশ, মহা + ঈশ = মহেশ।

এ রূপ - পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

যেমন- সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়, যথা + উচিত = যথোচিত, গৃহ + উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব, গঙ্গা + উর্মি = গঙ্গোর্মি।

এ রূপ - নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রণোত্তর ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর্’ হয় এবং তা রেফ (্) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়।  
যেমন- দেব + ঋষি = দেবর্ষি, মহা + ঋষি = মহর্ষি।  
এ রূপ - অধর্মণ, উত্তর্মণ, সত্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋত - শব্দ থাকলে অ/আ+ঋ উভয়ে মিলে ‘আর্’ হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন- শীত + ঋত = শীতর্ত, তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণর্ত।  
এ রূপ - ভয়র্ত, ক্ষুধর্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঐ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।  
যেমন- জন + ঐক = জনৈক, সদা + ঐব = সদৈব, মত + ঐক্য = মতৈক্য, মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।  
এ রূপ - হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়; ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।  
যেমন- বন + ওষধি = বনৌষধি, মহা + ওষধি = মহৌষধি, পরম + ঔষধ = পরমৌষধি, মহা + ঔষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।  
যেমন- অতি + ইত = অতীত, পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা, সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র, সতী + ঈশ = সতীশ। এ রূপ - গিরীন্দ্র, ক্ষিতীশ, মহীন্দ্র, শ্রীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীন্দ্র, দিলীশ্বর ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে শুধুমাত্র ই বা ঈ এর পরিবর্তে ‘য্’ হয়।  
যেমন- অতি + অন্ড = অত্যন্ড, ইতি + আদি = ইত্যাদি, অতি + উক্তি = অতুক্তি, নদী + অম্বু = নদ্যম্বু। এ রূপ - প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যান্দ্ৰ, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যান্দ্ৰ, যদ্যপি, পর্যন্দ্ৰ, অভ্যুত্থান, অগ্নুৎপাত, অত্যাশ্চর্য, প্রতু্যপকার ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়; ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়।  
যেমন- মরু + উদ্যান = মরুদ্যান, বহু + উর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব, বধু + উৎসব = বধুৎসব, ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ/ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে শুধুমাত্র উ বা ঊ এ পরিবর্তে ‘ব্’ হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী ভিন্নস্বরগুলো অপরিবর্তিত থাকে।  
যেমন- সু + অল্প = স্বল্প, সু + আগত = স্বাগত, অনু + ইত = অন্বিত, তনু + ঈ = তন্বী, অনু + এষণ = অন্বেষণ। এ রূপ - পশ্চদম, পশ্চাচার, অন্বয়, মন্বন্দ্ৰ ইত্যাদি।

১২. ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ‘ঋ’ স্থানে ‘র্’ হয় এবং র-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।  
যেমন- পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, ও, ঔ-কারের পর ভিন্নস্বর থাকলে এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আ এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব ও আব্ হয়।  
যেমন- নে + অন = নয়ন, শে + অন = শয়ন।  
নৈ + অক = নায়ক, গৈ + অক = গায়ক।  
পো + অন = পবন, লো + অন = লবণ। পৌ + অক = পাবক।

গো + আদি = গবাদি, গো + এষণা = গবেষণা, পো + ইত্র = পবিত্র,  
নৌ + ইক = নাবিক, ভৌ + উক = ভাবুক।

#### ১৪. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি:

কুল + অটা = কুলটা, গো + অক্ষ = গবাক্ষ, প্র + এষণ = প্রেষণ  
অন্য + অন্য = অন্যান্য, রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ,  
প্র + উঢ় = পৌঢ় (প্রোঢ় নয়), সীমন + অল্ড = সীমল্ড, মার্ত + অ  
= মার্ত, শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন, স্ব + ঈর = ঈস্বর।

### ব্যঞ্জনসন্ধি

**ব্যঞ্জনসন্ধি:** স্বরে - ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে - স্বরে বা ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। এ দিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা- ১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি  
৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি।

#### ১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত, প্ - এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্, (ড়), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

(ক্ + অ = গ) দিক্ + অল্ড = দিগল্ড, (চ্ + অ = জ) গিচ্ + অল্ড = গিজল্ড

(ত্ + অ = দ) তৎ + অবধি = তদবধি, (প্ + অ = ব) সুপ্ + অল্ড = সুবল্ড।

এ রূপ - বাগীশ, তদল্ড, বাগাড়ম্বর, কৃদল্ড, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিস্র ইত্যাদি।

#### ২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিভু (ছে) হয়। যথা-

(অ + ছ = ছে) এক + ছত্র = একছত্র।  
(আ + ছ = ছে) কথা + ছলে = কথাছলে।  
(ই + ছ = ছে) পরি + ছদ = পরিছদ।

এ রূপ - মুখাছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকছটা, প্রতিছবি, প্রাছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি।

#### ৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(ক) (i) ত্ ও দ্ - এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন-

ত্ + চ = চ্চ, সৎ + চিল্ড = সচিল্ড।  
ত্ + ছ = চ্ছ, উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।  
দ্ + চ = চ্চ, বিপদ্ + চয় = বিপাচয়।  
দ্ + ছ = চ্ছ, বিপদ্ + ছায়া = বিপাছায়া।  
এ রূপ - উচ্চারণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি, সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি।

(ii) ত্ ও দ্ - এর পর জ্ ও ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থানে জ্ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ্জ, সৎ + জন = সজ্জন।  
দ্ + জ = জ্জ, বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল।  
ত্ + ঝ = জ্ঝ, কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

এ রূপ - উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

(iii) ত্ ও দ্ - এর পর শ্ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থানে চ্ এবং শ্ - এর স্থানে ছ্ উচ্চারিত হয়। যেমন-

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ  
উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস  
এ রূপ - চলচ্ছক্তি, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি।

(iv) ত্ ও দ্ - এর পর ড্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড্ হয়। যেমন-  
ত্ + ড = ডড  
উৎ + ডীন = উডডীন।

(v) ত্ ও দ্ - এর পর হ্ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থানে দ্ এবং হ্-এর স্থানে ধ্ হয়। যেমন-

ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ  
উৎ + হার = উদ্ধার।  
দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ  
পদ্ + হতি = পদ্ধতি।  
এ রূপ - উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

(vi) ত্ ও দ্ - এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থানে 'ল্' হয়। যেমন- ত্ + ল = ল্ + ল = লল্, উৎ + লাস = উল্লাস।  
এ রূপ - উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্ল-জ্ঞান ইত্যাদি।

১. বর্গীয় প্রথম ধ্বনির পর যে কোনো বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থ ধ্বনি কিংবা 'য' ও 'র' থাকলে বর্ণের প্রথম ধ্বনিগুলো নিজস্ব বর্ণের তৃতীয় ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যথা:

ক্ + দ্ = গ্ + দ্  
ট্ + য = ড্ + য  
ত্ + য = দ্ + য  
ত্ + র = দ্ + র  
এ রূপ - বাক্ + দান = বাগ্ + দান  
ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।  
উৎ + যোগ = উদ্যোগ।  
তৎ + রূপ = তদ্রূপ।  
এ রূপ - দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্ভব, বাগ্জাল, সদগুরু, বাগ্দেবী ইত্যাদি।

২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি সেই বর্গীয় ঘোষ ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়। যথা-

ক্ + ন = গ্/ঙ + ন  
দিক্ + নির্ণয় = দিগ্/নির্ণয় বা দিঙ্ নির্ণয়।  
ত্ + ম = দ্/ন + ম  
তৎ + মধ্য = তদমধ্য বা তন্মধ্য।  
এ রূপ - উন্নয়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম্ এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্ণের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন-

ম্ + ক = ঙ্ + ক  
ম্ + চ = ঞ্ + চ  
ম্ + ত = ন্ + ত  
এ রূপ - শম্ + কা = শঙ্কা।  
সম্ + চয় = সম্ভয়।  
সম্ + তাপ = সম্ভ্রপ।  
এ রূপ - কিস্তুত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ধ্যাস ইত্যাদি।

৪. ম্ - এর পর অল্ডঙ্ঘ্র ধ্বনি য, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ৎ) হয়। যেমন-

সম্ + যম = সংযম, সম্ + বাদ = সংবাদ,  
সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ, সম্ + লাপ = সংলাপ,  
সম্ + শয় = সংশয়, সম্ + সার = সংসার,  
এ রূপ - বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, ব্যতিক্রম : সম্রাট (সম্ + রাট)।

৫. চ ও জ - এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন-  
 চ + ন = চ + এং, যাচ্ + না = যাচ্এং,  
 রাজ্ + নী = রাজ্জী।  
 জ + ন = জ + এং, যজ্ + ন = যজ্জ,
৬. দ ও ধ - এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে দ ও ধ স্থলে 'ত' ধ্বনি হয়। যেমন- (দ > ত) তদ্ + কাল = তৎকাল,  
 (ধ > ত) ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা।  
 এ রূপ - হৃৎকম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।
৭. দ্ কিংবা ধ্ - এর পরে স্ থাকলে, দ্ ও ধ্ স্থলে 'ত' ধ্বনি হয়। যেমন-  
 বিপদ + সংকুল = বিপৎসংকুল। একরূপ - তৎসম।
৮. ষ - এর পরে ত্ বা থ্ থাকলে, যথাক্রমে ত্ ও থ্ স্থানে ট ও ঠ হয়।  
 যেমন-  
 কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, যষ্ + থ = যষ্ঠ।
৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি। যেমন-  
 উৎ + স্থান = উত্থান, সম + কার = সংস্কার, উৎ + স্থাপন = উত্থাপন,  
 সম্ + কৃত = সংস্কৃত, পরি + কার = পরিস্কার।  
 এ রূপ = সংস্কৃতি, পরিস্কৃত ইত্যাদি।
১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যেমন-  
 আ + চর্য = আচর্য, গো + পদ = গোপদ বন + পতি = বনস্পতি,  
 বৃহৎ + পতি = বৃহৎস্পতি, তৎ + কর = তৎকর, পর + পর = পরস্পর,  
 মনস + ঈষা = মনীষা, ষট্ + দশ = ষোড়শ, এক + দশ = একাদশ,  
 পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।

### বিসর্গ সন্ধি

**বিসর্গ সন্ধি:** বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্ - এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সে কারণে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্ভুক্ত।

বিসর্গকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

১. র্ - জাত বিসর্গ ও ২. স্ - জাত বিসর্গ।
১. র্ - জাত বিসর্গ : র স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র - জাত বিসর্গ।  
 যেমন-অন্ড্র - অন্ড্র, প্রাতর - প্রাতঃ, পুনর - পুনঃ, অহর-অহঃ, দুর-দুঃ, নির- নিঃ ইত্যাদি।
২. স্ - জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্ - জাত বিসর্গ।  
 যেমন- নমস্ - নমঃ, পুরস্ - পুরঃ, শিরস্ - শিরঃ, তিরস্- তিরঃ, মনস্-মনঃ, তপস- তপঃ ইত্যাদি।  
 বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র্ ও স্ - এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।
- বিসর্গ সন্ধি দু ভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

### ১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ - ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ - এ তিনে মিলে 'ও'- কার হয়। যেমন- ততঃ + অধিক = ততোধিক।

### ২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

- ক. অ-কারের পরস্থিত স্ - জাত বিসর্গের পর ঘোষ ধ্বনি কিংবা হ, য, ব, র, ল থাকলে অ-কার ও স্ - জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও - কার হয়।  
 যেমন - তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।
- খ. অ-কারের পরস্থিত র্ - জাত বিসর্গের পর স্বরধ্বনি ও উপরিউক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়। যেমন -  
 অন্ড্র + গত = অন্ড্র্গত, অন্ড্র + ধান = অন্ড্র্গান, পুনঃ + আয় = পুনরায়। এ রূপ - পুনর্জন্ম, পুনর্বীর, পুনরুত্থান, অন্ড্র্গুজ, পুনরপি, অন্ড্র্গর্তী ইত্যাদি।
- গ. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, ঘোষ ধ্বনি কিংবা হ, য, ব, র, ল - এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়।  
 যেমন:  
 নিঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীবাদ, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি। এ রূপ - নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লভ, দুর্লভ ইত্যাদি।  
 ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র্' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন - নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।
- ঘ. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন/ 'চ', 'ছ' থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি/ 'শ' হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন/ 'ট', 'ঠ' থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি/ 'ষ' হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ড্র ব্যঞ্জনের/ 'ত', 'থ' স্থলে দন্ড্র শিশ ধ্বনি/ 'স' হয়। যেমন-  
 ঃ + চ / ছ = শ্ + চ / ছ  
 নিঃ + চয় = নিশ্চয়,  
 শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ।  
 ঃ + ট / ঠ = ষ্ + ট / ঠ  
 ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।  
 ঃ + ত / থ = স্ + ত / থ  
 দুঃ + তর = দুস্জর, দুঃ + থ = দুস্থ।
- ঙ. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ড্র শিশ ধ্বনি (স্) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ্ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন-  
 অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক  
 নমঃ + কার = নমস্কার।  
 অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ  
 পদঃ + খলন = পদস্থলন।  
 ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক  
 নিঃ + কর = নিষ্কর।  
 উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক  
 দুঃ + কর = দুষ্কর।  
 এ রূপ - পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, দুষ্কৃতি, আবিস্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

চ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না।  
যেমন- প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃ কষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

ছ. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ফুট হইয়া স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-  
নিঃ + স্ফুট = নিঃস্ফুট কিংবা নিস্ফুট।  
দুঃ + হৃ = দুঃহৃ কিংবা দুহৃ।  
নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ।

★ ★ কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ:

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর  
অহঃ + নিশা = অহনিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

### গুরুত্বপূর্ণ নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর

০১. 'ই+ই=ঈ' এর উদাহরণ কোনটি?  
ক. অতীত খ. পরীক্ষা  
গ. সতীশ ঘ. দিল-শিবর
০২. বাংলা সন্ধি কত প্রকার?  
ক. দু প্রকার খ. তিন প্রকার  
গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার
০৩. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধিবদ্ধ শব্দ?  
ক. মার্ভা খ. ভাবুক  
গ. অম্বয় ঘ. প্রত্যহ
০৪. বিসর্গ সন্ধি সাধিত হয়-  
ক. দু ভাবে খ. তিন ভাবে  
গ. চার ভাবে ঘ. পাঁচ ভাবে
০৫. কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ?  
ক. অহরহ খ. পরস্পর  
গ. সম্প্রদায় ঘ. যষ্ঠ
০৬. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ নয়?  
ক. মহেশ খ. তৃষ্ণার্ত  
গ. অত্যন্ত ঘ. অনুচ্ছেদ
০৭. 'অম্বয়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?  
ক. অনু+নয় খ. অনু + অয়  
গ. অনু+বয় ঘ. অন+অয়
০৮. কোনটি নিপাতনের সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ?  
ক. পরস্পর খ. যজ্ঞ  
গ. সংখ্যা ঘ. সবগুলো
০৯. বিসর্গ সন্ধি কোথায় পাওয়া যায়?  
ক. খাঁটি বাংলা শব্দে খ. সংস্কৃত শব্দে  
গ. দেশী শব্দে ঘ. সকল প্রকার শব্দে
১০. বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধির উদাহরণ কোনটি?  
ক. সংস্কৃত খ. সংবাদ  
গ. সংসার ঘ. রাজনী
১১. 'যথোচিত' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোন কোন ধ্বনির মিলনে হয়েছে?  
ক. আ + উ খ. অ + উ  
গ. আ + উ ঘ. ই + ঈ
১২. 'লবণ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. ল + অন খ. লব + ণ  
গ. ল + বন ঘ. লো + অন

১৩. 'রেফ' এর পরে কোন বর্ণের দ্বিগু হয় না?  
ক. স্বর বর্ণের খ. বর্ণীয় বর্ণের  
গ. যুক্ত বর্ণের ঘ. ব্যঞ্জন বর্ণের
১৪. কোনটি বিশেষ নিয়মে গঠিত সন্ধি জাত শব্দ?  
ক. ষোড়শ খ. উত্থান  
গ. গোপ্পদ ঘ. তৎসম
১৫. বিসর্গ সন্ধি কোন সন্ধির অন্তর্ভুক্ত?  
ক. তৎসম সন্ধি খ. খাঁটি বাংলা সন্ধি  
গ. বিদেশী সন্ধি ঘ. সবগুলোই
১৬. কোনটি বিসর্গ সন্ধি নয়?  
ক. দুর্যোগ খ. নিস্পাপ  
গ. দুহৃ ঘ. সংহার
১৭. সন্ধি-  
ক. ধ্বনিগত মাধুর্যতা রক্ষা করে  
খ. উচ্চারণে সহজ প্রবণতা সৃষ্টি করে  
গ. ভাষাকে অশুদ্ধ করে ঘ. ক+খ
১৮. সন্ধিতে দুটো সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন-  
ক. শতেক খ. শাঁখারি  
গ. রংপালি ঘ. সবগুলো ঠিক
১৯. 'সন্ধি' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী?  
ক. সং+ধি খ. সম্ + ধি  
গ. সঙ্ + ধি ঘ. সবগুলোই
২০. 'পশু+আচার' মিলে কী হয়?  
ক. পশ্বাচার খ. পশ্বচর  
গ. পশ্বাচর ঘ. পশ্বাচার

### উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	ক	৪	ক	৫	ক
৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক

### বাক্য

**বাক্য-** যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতকগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অম্বয় থাকা আবশ্যিক এ ছাড়াও বাক্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিত ভাবে একটি অর্থ ভাব পূর্ণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

**বাক্যের গুণ-**

ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন-

- ১) আকাঙ্ক্ষা
- ২) আসক্তি এবং
- ৩) যোগ্যতা।

**১. আকাঙ্ক্ষা :** বাক্যের অর্থ পরিষ্কার ভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তাই-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন- ‘চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে’- এ টুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব বিজ্ঞাপিত করে না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা হয়। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

**২. আসক্তি :** বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসক্তি। যেমন-কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। লেখাতে পদ সন্নিবেশ ঠিক ভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অসঙ্গতি ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয় নি। তাই এটি একটি বাক্য হয় নি। মনোভাব পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য পদগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে হবে। যেমন-কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বাক্যটি আসক্তিসম্পন্ন।

**৩. যোগ্যতা :** বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন - বর্ষার বৃষ্টিতে প-বনের সৃষ্টি হয়। - এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু ‘বর্ষার রৌদ্র প-বনের সৃষ্টি করে।’ - বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প-বন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

**ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচক :** প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের দিকে লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

শব্দ	রীতিসিদ্ধ অর্থ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
১. বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
২. তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ফ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, যে কোনো শস্যের রস।

**খ) দুর্বোধ্যতা :** অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন- তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। (চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলায় ‘প্রপঞ্চ’ শব্দটি অপ্রচলিত)।

**গ) উপমার ভুল প্রয়োগ :** ঠিক ভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন:

আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উগ্ধ হল। বীজ ক্ষেতে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উগ্ধ হল।

**ঘ) বাহুল্য- দোষ :** প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন-দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। ‘আলেমগণ’ বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে ‘সব’ শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য-দোষ সৃষ্টি করেছে।

**ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন :** বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেষ্ট পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন- ‘অরণ্যে রোদন’

(অর্থ : নিঃশব্দ আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয়, ‘বনে ক্রন্দন’ তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

**চ) গুরুচালী দোষ :** তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনো কখনো গুরুচালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুই শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। ‘গুরুর গাড়ি’, ‘শবদাহ’, ‘মড়াপোড়া’ প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে ‘গরুর শকট’, ‘শবপোড়া’, ‘মড়াদাহ’ প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচালী দোষ সৃষ্টি করে।

## বাক্যের প্রকারভেদ

### গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার :

- (১) সরল বাক্য,
- (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, এবং
- (৩) যৌগিক বাক্য।

**১. সরল বাক্য :** যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা - পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। এখানে ‘পদ্মফুল’ উদ্দেশ্য এবং ‘জন্মে’ বিধেয়। এ রকম : স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন (বিধেয়)। বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

**২. মিশ্র বা জটিল বাক্য :** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা

#### আশ্রিত বাক্য

১. যে পরিশ্রম করে,
২. যে অপরাধ করেছে,

#### প্রধান খণ্ডবাক্য

- সে-ই সুখ লাভ করে।
- তা মুখ দেখেই বুকেছি।

★ ★ আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিন প্রকার :

- (ক) বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য,
- (খ) বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য,
- (গ) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

**ক. বিশেষ্য স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ( ) প্রধান খণ্ডবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষ্যস্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা - আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য ক্রিয়ার কর্ম রূপে ব্যবহৃত)।

**খ. বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের অসংজ্ঞিত কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যথা -লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি ‘সেই’ সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)। তদ্রূপ : ‘খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি’।

‘ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।’ যে এ সভায় অনুপস্থিত, সে বড় দুর্ভাগা।

**গ. ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য :** যে আশ্রিত খণ্ডবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন - ‘যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে। তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি। যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।

**৩. যৌগিক বাক্য :** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন-জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

উদয়াস্ফুট পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

**অর্থগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণীবিন্যাস**

অর্থগত দিক থেকে বাক্যে প্রধানত পাঁচ প্রকার। যথা :

১. নির্দেশক বাক্য, ২. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, ৩. প্রশ্নসূচক বাক্য, ৪. কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য, ৫. বিস্ময়সূচক বাক্য।

**১. নির্দেশক বাক্য (Assertive Sentence) :** যে বাক্যে সংবাদ, তথ্য বিবরণ, ঘটনা বিবৃত থাকে, তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়। যেমন : পাকিস্তান ভারত সীমান্তে এখন শান্ত।

নির্দেশক বাক্য দুই প্রকার : ক) অস্তিত্বাচক বাক্য, খ) নেতিবাচক বাক্য

ক) অস্তিত্বাচক বাক্য : এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে। যেমন : শকুন্তলা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ।

খ) নেতিবাচক বাক্য : এ ধরনের বাক্যে কোনো কিছু হয় না বা ঘটছে না-নিষেধ, আকাঙ্ক্ষা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন : শকুন্তলা মোটেই অসুন্দরী ছিলো না। বাংলাদেশ এখন পরাধীন দেশ নয়।

**২. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য (Imperative Sentence) :** যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ দেওয়া হয়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন : এখনই বাড়ি যাও। নিয়মিত পড়াশোনা করবে।

**৩. প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative Sentence) :** কৌতূহল নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা বা জানার ইচ্ছা যে বাক্যে বিবৃত হয়, প্রশ্নসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন : সাদাম কি বেঁচে আছেন? পর্তুগালের রাজধানীর নাম কী?

**৪. কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য (Operative Sentence) :** মঙ্গল-অমঙ্গল কামনা বা মনের ইচ্ছা প্রকাশ মূলক বাক্যকে প্রার্থনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন : খোদা তোমার মঙ্গল করুক। ঈশ্বরতত্ত্ব নিপাত যাক।

**৫. বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory Sentence) :** আনন্দ-বেদনা, ঘৃণা-ক্রোধ-ভয়, উচ্চাস-আবেগ, বিস্ময়-কৌতূহল যে বাক্যে প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয়।  
যেমন : কতই না সুন্দর তাজমহলের দৃশ্য! হায়, সুস্থ ছেলেটি মারা গেলো !

### বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনো রূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

**ক. সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর :** সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা

১. সরল বাক্য : ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।  
মিশ্র বাক্য : যারা ভাল ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
২. সরল বাক্য : তার দর্শনমাত্রাই আমরা প্রস্থান করলাম।  
মিশ্র বাক্য : যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।

**খ. মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর :** মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা

১. মিশ্র বাক্য : যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।  
সরল বাক্য : বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
২. মিশ্র বাক্য : যত দিন জীবিত থাকব, তত দিন এ ঋণ স্বীকার করব।  
সরল বাক্য : আজীবন এ ঋণ স্বীকার করব।

**গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর :**

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয় এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন

১. সরল বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।  
যৌগিক বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
২. সরল বাক্য : পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।  
যৌগিক বাক্য : এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

**ঘ. যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর :**

বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়। অন্যায় সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ার পরিণত করতে হয়। অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়। কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা

- (১) যৌগিক বাক্য : সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।  
সরল বাক্য : সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
- (২) যৌগিক বাক্য : তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।  
সরল বাক্য : তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয় নি।

**ঙ. যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর :** যৌগিক বাক্যের অসম্পূর্ণত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে ‘যদি’ কিংবা ‘যদিও’ এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে ‘তা হলে’ (তাহা হইলে) কিংবা ‘তথাপি’ অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন-

- (১) যৌগিক বাক্য : দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।  
মিশ্র বাক্য : যদি দোষ স্বীকার কর, তা হলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
- (২) যৌগিক বাক্য : তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অস্বস্তিকর অতিশয় উচ্চ।  
মিশ্র বাক্য : যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অস্বস্তিকর অতিশয় উচ্চ।

সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তিত করা যায়। যথা-

যৌগিক বাক্য : এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।  
মিশ্র বাক্য : এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

**চ. মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর :**



মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন

- (১) মিশ্র বাক্য : যদি সে কাল আসে, তা হলে আমি যাব।  
 যৌগিক বাক্য : সে কাল আসবে এবং আমি যাব।  
 (২) মিশ্র বাক্য : যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।  
 যৌগিক বাক্য : বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।

## শুদ্ধিকরণ

- অশুদ্ধ : সভায় অনেক ছাত্রগণ আসিয়াছে।  
 অশুদ্ধ : নতুন নতুন ছেলেগুলো বড় উৎপাত করিতেছে।  
 অশুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই গ্রহের বাসিন্দা।  
 অশুদ্ধ : সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত জানাই।  
 অশুদ্ধ : সকল বন্যার্তদের ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।  
 অশুদ্ধ : সমুদয় পক্ষীরাই নীড় বাঁধে।  
 অশুদ্ধ : সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।  
 অশুদ্ধ : তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল-য় থাকেন।  
 অশুদ্ধ : আসামির অনুপস্থিতি বিচার চলছে।  
 অশুদ্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন।  
 অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।  
 অশুদ্ধ : তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।  
 অশুদ্ধ : কুপুরম্বের মতো কথা বলো না।  
 অশুদ্ধ : আমার সাবকাশ নাই।  
 অশুদ্ধ : ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।  
 অশুদ্ধ : আগত শনিবারে তাহারা যাইবে।  
 অশুদ্ধ : আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।  
 অশুদ্ধ : শিক্ষকরা চাইছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে র‍্যষ্ট্রিকরণ করতে।  
 অশুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ সাধারণ সভা।  
 অশুদ্ধ : তিনি ঔদ্ধতপূর্ণ (বা উদ্ধত) আচরণ করছেন।  
 অশুদ্ধ : দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।  
 অশুদ্ধ : অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভালো নয়।  
 অশুদ্ধ : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।  
 অশুদ্ধ : আপনার সঙ্গে গোপন পরামর্শ আছে।  
 অশুদ্ধ : রাঙামাটি পার্বতীয় এলাকা।  
 অশুদ্ধ : নীরোগী লোক প্রকৃত সুখী।  
 অশুদ্ধ : আমাদের দেশ উন্নতশীল দেশ।  
 অশুদ্ধ : সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।  
 অশুদ্ধ : সে যে ধরনের আচরণ করেছে তা কথিতব্য

## যতি বা ছেদ চিহ্ন

বাংলা যতি বা ছেদ চিহ্নকে বিরাম চিহ্ন ও বলা হয়। এগুলো বাংলা ব্যাকরণের লিখন কৌশল, যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার বাক্যের অর্থের

সুস্পষ্টতা নির্দেশ করে। বাক্যের অর্থ ঠিকমত বোঝার জন্য এবং যে সব চিহ্ন ব্যবহারে মনের আনন্দ, আবেগ, জিজ্ঞাসা ও ভাব প্রকাশের বিরতি বা সমাপ্তি ঘটে তাকে যতি বা ছেদ চিহ্ন বলা হয়।

## বিরাম চিহ্নের ব্যবহার :-

### \* দাঁড়ি বা ছেদ চিহ্ন (।)

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা ছেদ চিহ্ন বসে।

### \* জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?)

বাক্যে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হলে শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে।

### \* বিস্ময় চিহ্ন (!)

হৃদয়ের বিস্ময় ও আবেগ প্রকাশার্থে বিস্ময় চিহ্ন বসে। যথা : আহ ! কি চমৎকার দৃশ্য।

\* কোলন (:) বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রাসঙ্গিক তথ্য জ্ঞাপনের সময় কোলন বসে। যথা : সভায় সিদ্ধান্ত হল : এক মাস পর নির্বাচন হবে।

\* কোলন ড্যাস :- কোন বাক্যের উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে কোলন ড্যাস বসে। যথা :- পদ পাঁচ প্রকার:- বিশেষ্য-----

\* ড্যাস - পৃথক, পৃথক একাধিক বাক্য গুলো একটি বাক্যে স্থাপনের সময় ড্যাস চিহ্ন বসে। যথা : তোমরা দরদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না-বাড়বে।

\* কমা , বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ বিভাগ দেখাবার জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির দরকার, সেখানে কমা বসে। যথা : সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

### \* সেমিকোলন ;

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে অথবা কমার বার বার ব্যবহারের পর দাঁড়ি ব্যবহারের আগে সেমিকোলন বসে। যেমন- কণার মত মনিও ভাল ছাত্রী। কিন্তু কণার ব্যবহার খারাপ; তাই বন্ধুদের নিকট তার আদর নেই।

### \* উদ্ধরণ চিহ্ন “ ”

কোন বক্তার সরাসরি উক্তিকে এই চিহ্নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করতে হয়। যথা : সে বলল, “আমি আজ স্কুলে যাব না”।

### \* হাইফেন -

একাধিক পদ বা শব্দ সংযোগের জন্য হাইফেন বসে। যথা : এ আমাদের শ্রদ্ধা- অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি -উপহার।

### \* ইলেক বা লোপ চিহ্ন ‘

কোন বাক্যে এক বা একাধিক বর্ণের লোপ বুঝাতে লোপ চিহ্ন বসে। যথা : মাথার ‘ পরে জ্বলছে রবি। এখানে ‘ পরে অর্থ উপরে।

### \* ডট বা পূর্ণ লোপ (...)

বাক্যের মধ্যে কোন শব্দাবলি বা অংশ বিলোপ বা উল্লেখ না করার প্রয়োজনে ডট চিহ্ন বসে। যথা : সকলের তরে(...) প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

### \* বন্ধনী চিহ্ন ( ), { }, [ ]

এই চিহ্ন তিনটি সাধারণত গণিত শাস্ত্রে ব্যবহার হয়, তবে সাহিত্যে বাক্য বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে বাক্যের মধ্যে বসে। যথা : চন্দ্রদ্বীপে (বর্তমান বরিশালে) তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

## বাংলা পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশকাল

পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র ১৫৬০ খ্রিঃ জার্মান থেকে প্রকাশিত হয়। ইংল্যান্ড থেকে ১৭০২ খ্রিঃ প্রথম দৈনিক পত্রিকা বের হয়। ভারত বর্ষে ১৭৮০ সালে ‘বঙ্গল গেজেট’ নামক প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি ভাষায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

স্বাক্ষর	রফিক আজাদ ও সিকদার আমিনুল	১৯৬৩
কণ্ঠস্বর	আবদুল-হা আরু সায়ীদ	১৯৬৫

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	প্রকাশকাল
বেঙ্গল গেজেট	জেমস অগাষ্টাস হিকি	১৭৮০
দিগদর্শন	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
সমাচার দর্পণ	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
বঙ্গাল গেজেট	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	১৮১৮
সম্বাদ কৌমুদী	রাম-মোহন রায়	১৮২১
ব্রাহ্মণ সেবধি	রাম ভবানী চরণ	১৮২১
সমাচার চন্দ্রিকা	ভাবনী চরণ বন্দোপাধ্যায়	১৮২২
মীরাতুল আখবার	রাম-মোহন রায়	১৮২২
বঙ্গদূত	নীলমণি হালদার	১৮২৯
সম্বাদ প্রভাকার	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩১
সমাচার সভারাজেন্দ্র	শেখ আলিমুল-হা	১৮৩১
সংবাদ রত্নাবলী	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৪৩
তত্ত্ববোধিনী	অক্ষয় কুমার দত্ত	১৮৪৩
মাসিক পত্রিকা	প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ শিকদার	১৮৫৪
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২
আজিজুল্লাহ	মীর মশারফ হোসেন	১৮৭৪
বান্ধব	কালী প্রসন্ন ঘোষ	১৮৭৪
ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭৭
সুধাকর	শেখ আব্দুর রহিম	১৮৮৯
সাহিত্য	সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি	১৮৯০
সাধনা	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৯১
মিহির	শেখ আব্দুর রহিম	১৮৯২
কোহিনূর	রওশন আলী	১৮৯৮
প্রবাসী	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১৯০১
নবনূর	সৈয়দ এমদাদ আলী	১৯০৩
বাসনা	শেখ ফজলুল করিম	১৯০৮
মোহাম্মদী	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	১৯০৮
সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
আল ইসলাম	মাওলানা আকরাম খাঁ	১৯১৫
সওগাত	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন	১৯১৮
আপ্পুর	মোহাম্মদ শহীদুল-হা	১৯২০
মোসলেম ভারত	মোজাম্মেল হক	১৯২০
নবযুগ	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২০
ধুমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২২
দৈনিক নবযুগ	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯৪১
লাঙল	কাজী নজরুল ইসলাম (পরিচালক) সম্পাদক- (মিনভূষণ মুখোপাধ্যায়)	১৯২৫
কলে-লাল	দীনেশচন্দ্র দাশ	১৯২৩
সাম্যবাদী	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	১৯২৩
যুগবানী	মকবুল হোসেন চৌধুরী	১৯২৪
কালিকলম	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৯২৬
প্রগতি	বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত	১৯২৭
শিখা	আবুল হোসেন	১৯২৭
কবিতা	বুদ্ধদেব বসু	১৯৩৫
সমকাল	সিকান্দার আবু জাফর	১৯৫৭
সাহিত্য পত্র	বিশ্বদে	১৯৪৮